হঠাৎ জঙ্গিরা উধাও

পাথর সময়

সোহরাব হাসান

গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষক মাসুদুর রহমানের কাছে হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি আবদুল হান্নানের নামে পাঠানো চিঠিটি ভুয়া। তার কথায় আমরা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হলাম। শেখ হাসিনা আরেকবার মৃত্যুর হুমকি থেকে রেহাই পেলেন। মুফতি হান্নান কোথায় আছে পুলিশ তা জানাতে পারেনি। তবে মুফতি হান্নানের নামে লেখা চিঠিটি যে তার নয় সে তথ্য পুলিশ জানিয়েছে। কেবল মুফতি হান্নান নয়, সব জঙ্গি নেতা বা গ্রুপের সদস্যরাই মনে হচ্ছে এখন গা-ঢাকা দিয়েছে। পাঠক গত এক মাসের পত্রিকার খবর বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পারবেন, দু-একটি উড়োচিঠি ছাড়া দেশে মৌলবাদী জঙ্গিদের কোন প্রকাশ্য তৎপরতা নেই। ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার আগে প্রায় প্রতিদিনই মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতার খবর ছাপা হতো। আজ খতমে নবুয়ত জেহাদের ডাক দিয়েছে, কাল বাংলা ভাই নামের এক সন্ত্রাসী নেতা মানুষ মেরে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে, পরশু মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে জঙ্গিরা ধরা পড়েছে– এ ধরনের খবর পত্রিকার পাতাজুড়ে থাকত। কোন পত্রিকা জঙ্গিদের অপকর্মের খবর ফলাও করে ছাপলে তা পুড়িয়ে দেয়ার ও বিক্রি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিত তারা। যুগান্তরসহ কয়েকটি পত্রিকার বিরুদ্ধে এ চক্র মামলাও দায়ের করেছে।

কিন্তু গত এক মাসে বাংলাদেশের কোথাও মৌলবাদী জঙ্গিদের অপারেশন বা কার্যক্রমের খবর নেই। ২১ আগস্টের আগে ছিল, এখন নেই। বোমা হামলা ঘটনা তদন্তে নিয়োজিত টিমগুলো এ রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানো হয় ২১ আগস্ট। তার আগে মৌলবাদী জঙ্গিদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অপারেশন বা কর্মকাণ্ড এখানে তুলে ধরছি।

১৬ আগস্ট প্রথম আলো হরকাতুল জিহাদ এখনও সক্রিয় শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্টের সারকথা ছিল : আফগান যুদ্ধ ফেরত জঙ্গিরা ও সংগঠনের নেতাকর্মীরা বর্তমানে কক্সবাজার ও বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের নোম্যানস ল্যান্ডে এবং চট্টগ্রামের কিছু পাহাড়ি এলাকায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। রমনা বটমূল এবং যশোরে উদীচীর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়িত বলে সিআইডির রিপোর্টে বলা হয়।

২১ জুলাই ভোরের কাগজের রিপোর্টে বলা হয়, মৌলবাদী ইসলামী জঙ্গিদের দেয়া মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে ঘুরছেন দেশের শতাধিক বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে রয়েছেন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক প্রমুখ। রাজধানী ছাড়া অন্য যেসব জেলায় সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতি হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে সে জেলাগুলো হল– বরগুনা, সিলেট, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও খুলনা। গত ১০ জুলাই মুজাহিদিন আল ইসলাম নামে একটি সংগঠন ১০ জন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীকেও হত্যার হুমকি দিয়ে চরমপত্র পাঠায়।

১৫ জুলাই যুগান্তরের খবর : নিষিদ্ধ ঘোষিত শাহাদত-ই-আল হিকমা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সৈয়দ কাউসার হোসেন সিদ্দিকী মঙ্গলবার রাজশাহীর মুখ্য মহানগর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন। সিএসআই'র অনুপস্থিতির কারণে আদালতে তার জামিন আবেদনের বিরোধিতা কেউ করেনি। ২০০৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কাউসার তার পার্টির ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন।

৫ জুলাই যুগান্তরের রিপোর্ট : মিয়ানমারের জঙ্গি সশস্ত্র গ্রুপ ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকানের (নুপা) দুই কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে। এরা বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আসে।

২ জুলাই যুগান্তর লিখেছে : বরগুনায় উগ্র জঙ্গি মুজাহিদ পার্টির সদস্য ৩৩ ক্যাডারকে বৃহস্পতিবার থানা থেকে কোর্টে চালান করা হয়। তাবলিগ জামাতের নামে বরগুনার সদর উপজেলার শিয়ালিয়া গ্রামের একটি মসজিদে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়েছিল।

১৫ জুন সংবাদ জানাচ্ছে : পাবনা জেলার প্রায় ৫ হাজার যুবককে মাদ্রাসা ও মসজিদে জেহাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের ক্যাডাররা শহর-গ্রামের মাদ্রাসা এবং কলেজগুলোর বাছাই করা ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

৬ জুন যুগান্তরের রিপোর্ট : হাটহাজারীর দুর্গম পাহাড়ি এলাকা মুলতলীতে ইসলামী জঙ্গিবাদী সংগঠনের প্রশিক্ষণ শিবির আবিষ্কার ও বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধারের পর গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেছেন।

২৯ মে যুগান্তরের রিপোর্ট : বাংলা ভাই বাহিনী নওগাঁয় কথিত চরমপন্থী নেতাকে জবাই করে হত্যার যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করেছে। অপহরণের আট দিন পর শুক্রবার পুলিশ বাংলা ভাইয়ের প্রধান ক্যাম্প বাজিনগরের ভিটি সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রায় ১০০ গজ দূরে পতিত একটি জমি থেকে পুঁতে রাখা খাজুর আলীর ৩ টুকরো লাশ উদ্ধার করে।

২৫ মে সংবাদের রিপোর্ট : হিজবুত তাহরীর ইসলামী বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে তাদের সংগঠনকে সারাদেশে বিস্তৃত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩২ জন শিক্ষক এ সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে। ১৯৯৯ সালে হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে।

মৌলবাদী জঙ্গিদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তৎপরতার বহু ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সেসব রিপোর্টের নমুনা হিসেবে কয়েকটি তুলে ধরলাম মাত্র। ২১ আগস্টের পূর্ববর্তী দু'মাসের ঘটনা এগুলো। গত কয়েক বছরে দেশে মৌলবাদী জঙ্গিদের তৎপরতা একত্র করলে কয়েক খণ্ড মহাভারত হবে। নব্বই দশকে বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গি তৎপরতা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার গঠন এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়ার পর। গেল শতাব্দীর আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থক সরকার গঠিত হওয়ার পর সেখানে সিআইএ ও আইএসআই'র যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় মুজাহিদ বাহিনী গঠিত হয়। সে মুজাহিদ বাহিনীতে বাংলাদেশের বেশ কিছু যুবক যোগ দেয় বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনের ছত্রছায়ায়। কিন্তু তালেবান সরকার উৎখাত হয়ে যাওয়ার পর তাদের দেশে ফিরে আসতে হয়। এই আফগান যোদ্ধাদের একজন মুফতি আবদুল হান্নান। তিনি দেশে ফিরেই হরকাতুল জেহাদ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য আইনানুগ সরকারকে উৎখাত করে তালেবানি সরকার প্রতিষ্ঠা করা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলে বোমা পুঁতে রাখা এবং বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল। বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে মাস কয়েক আগে ঢাকার নিম্ন আদালত তার সশ্রম কারাদণ্ডও দেন। কিন্তু আদালতের দণ্ড কে তামিল করবে? মুফতি হান্নান তো বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের বাইরে। আফগানিস্তান থেকে মুফতি হান্নান চিঠি লিখেছেন, না অন্য কোথাও থেকে লিখেছেন তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের। এক মুফতি হান্নান দেশের বাইরে গেলেও তার সহযোগীরা দেশের মধ্যেই আছে। মাত্র এক মাসে তারা হাওয়া হয়ে যায়নি। খুঁজে বের করতে হবে।

দেশে এখন রাজনৈতিক ঝগড়া-ঝাঁটি আছে, সংঘাত-সংঘর্ষ আছে। বিরোধী দলের আন্দোলন আছে। সরকারি দলের গণগ্রেফতার আছে। বিএনপি-আওয়ামী লীগে মারামারি আছে। দাতাদের 'ভাল ছেলে হয়ে যাও' পরামর্শ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল, কক্ষ ভাংচুর আছে। সর্বহারা নামের চরমপন্থীদের খুন হয়ে যাওয়ার খবর আছে। ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের বন্দুকযুদ্ধ আছে। কিন্তু নেই মৌলবাদী জঙ্গিদের তৎপরতা। কোথায় গেল জঙ্গিরা? তারা অস্ত্র, স্লোগান ও পোশাক ফেলে সবাই কাকরাইল মসজিদে গিয়ে তাবলিগ জামাতে শরিক হয়ে 'চিল্লা'য় নেমে পড়েছে তাও

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কটা ঝালাই করে নিচ্ছে। না হলে দোর্দণ্ড প্রতাপে মাঠে নেমে 'বাংলা ভাই' হঠাৎ লাপাত্তা হয়ে গেল। বাটি চালান দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশে কমপক্ষে ডজন দুই মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন আছে। জমিয়াতুল মুজাহিদিন, হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল ইসলাম, শাহাদত-ই-আল হিকমা– আরও কত কি? আওয়ামী লীগ আমল থেকে যে জঙ্গিরা তৎপর, বিভিন্ন মাদ্রাসা-মক্তবে যারা ধর্ম শিক্ষার নামে অস্ত্র শিক্ষা দিত, যাদের বোমাবাজি, জুলুমবাজির খবর হরহামেশা পত্রিকায় আসত হঠাৎ তারা চুপচাপ হয়ে গেল কেন? এমনকি মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী– যারা এদেশে তালেবান রাজত্ব কায়েমে সদা জেহাদের ময়দানে সরব থাকেন তারাও হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। মার্কিন দূতাবাসের দুই কর্মকর্তা ফজলুল হক আমিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি মন্ত্র পড়িয়ে গেলেন যে তিনিও জঙ্গিদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলছেন না। দেশে অনুকূল অবস্থা না পেয়ে মাওলানা সাঈদী ইউরোপ-কানাডা সফর করে বেড়াচ্ছেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মতিউর রহমান নিজামীও আমেরিকান সার্টিফিকেট আদায় করতে জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আড়াল করতে চাইছেন। সাংবাদিকদের এক হাত নিয়ে বলেছেন, 'বাংলা ভাই' বলে কেউ নেই। আমেরিকার এক ধমকেই সবাই কুপোকাত। যুক্তরাষ্ট্রে খোদ আমেরিকানরা বুশের ইরাক দখলকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেও নিজামী-আমিনী-সাঈদীরা মিনমিনে কণ্ঠে প্রতিবাদ করছেন বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের বাইরে, কেউ শুনতে পাচ্ছেন না। আমেরিকার সতর্কবাণী, দেশী-বিদেশী পত্রিকার রিপোর্ট, সরকারের সুমধুর উপদেশ– কোনটাই এতদিন মৌলবাদী জঙ্গিদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু ২১ আগস্টের পর হঠাৎ করে তাদের তৎপরতা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। এর পেছনের রহস্যটা কি? এই আকস্মিক গা-ঢাকা দেয়া কি সুপথে ফিরে আসার লক্ষণ, না নতুন করে বড় ধরনের কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি?

সময়ই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার বাংলাদেশ হিসেবেই দেখতে চায়। তথাকথিত মৌলবাদী তালেবানি রাষ্ট্র বা কলিন পাওয়েলের মুসলিম মডারেট দেশ হিসেবে নয়।